بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১ ডিসেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারতের ন্যাশনাল আমেলা

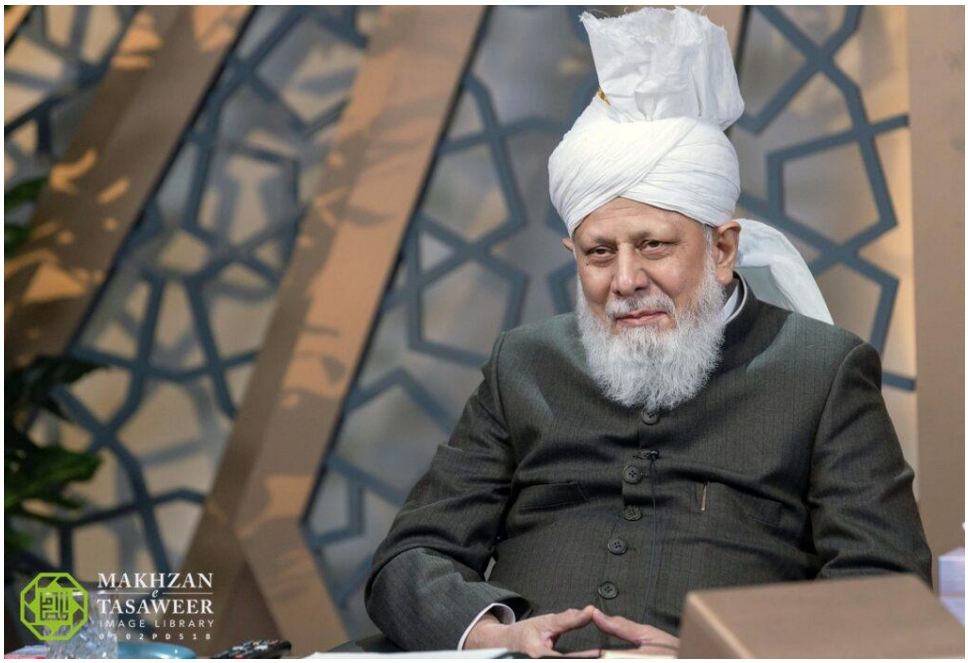

২৭ নভেম্বর ২০২১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদী মুসলিম নারীদের অঙ্গ-সংগঠন) ভারতের ন্যাশনাল আমেলার (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলা সদস্যাগণ ভারতের কাদিয়ানে অবস্থিত কুর'আন প্রদর্শনী হল থেকে যোগদান করেন।

সভায়, প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি ইশাআত উল্লেখ করেন যে, প্রতিবছর তারা তাদের জাতীয় পত্রিকা মিসবাহ্-এর দু'টি সংখ্যা প্রকাশ করে থাকেন। হুযূর আকদাস নির্দেশনা প্রদান করেন যে, তাদের উচিত এটিকে ত্রৈমাসিক প্রকাশ করা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভাষাভাষীদের চাহিদা পূরণের জন্য চেষ্টা করা, যেন ভারতের সকল আহমদী কল্যাণমণ্ডিত হতে পারেন।

হুযূর আকদাস পরামর্শ দেন যে, লাজনা ইমাইল্লাহ্র একটি ওয়েবসাইট তাদের প্রস্তুত করা উচিত এবং সেখানে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত এবং এমন ধর্মীয় বিষয়াদি সেখানে প্রকাশ করা উচিত যেন লাজনার সদস্যাবৃন্দ তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারেন।

হুযূর আকদাস বিশেষ করে ওয়াকফে জাদীদের স্কীমে নাসেরাতদের সম্পৃক্ত করার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন।

সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের সাথে কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

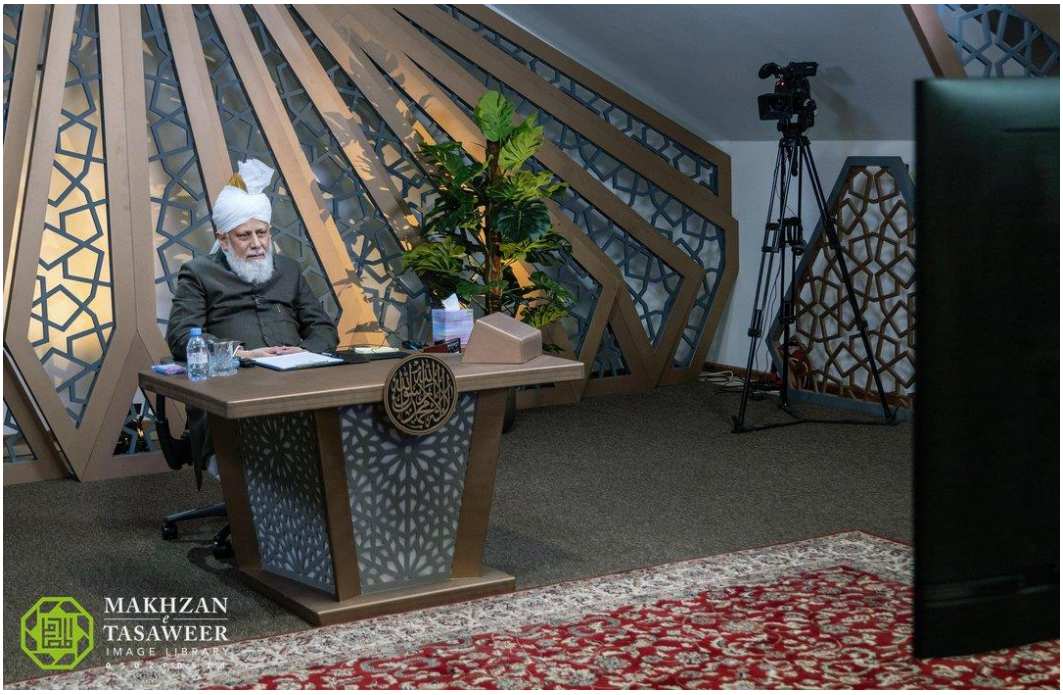

“মায়েদের উৎসাহিত করতে চেষ্টা করুন যেন তারা তাদের নাসেরাত এবং তদপেক্ষা ছোট সন্তানদের ওয়াকফে জাদীদে অন্তর্ভুক্ত করেন। চেষ্টা করুন তারা যেন ওয়াকফে জাদীদের স্কীমে আতফাল, নাসেরাত ও শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (তৃতীয়) (রাহে.) এর আহ্বানে সাড়া দেন।”

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তে নতুন যোগদানকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি তরবিয়ত নও মুবাইয়াতের সাথে কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যারা শিক্ষিত নয় তাদের প্রশিক্ষণের জন্য আপনাকে পৃথক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে আর অনুরূপভাবে যাদের কিছু শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য আপনাকে পৃথক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। যারা উচ্চশিক্ষিত তাদের জন্য আপনাকে আরো ভিন্ন একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে যা তাদের চাহিদাকে পূরণ করতে পারে। অনুরূপভাবে, যারা মুসলিম পটভূমি থেকে এসেছেন তাদের চাহিদা পূরণের জন্য আপনাকে ভিন্ন একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে, আর অনুরূপভাবে যারা হিন্দু বা খ্রিষ্টান পটভূমি থেকে এসে বয়আত করেন তাদের জন্যও [ভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে]। সুতরাং, বিভিন্নজনের চাহিদা পূরণের জন্য আপনাকে তাদের জন্য নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অবলম্বন করতে হবে।”

সভার শেষাংশে, আমেলার একজন সদস্যা উল্লেখ করেন যে, এমন কিছু মানুষ যারা আহমদী নন তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বাণী গভীর আগ্রহের সাথে শুনে থাকেন। কিন্তু, যখনই তারা অবহিত হন যে এটি আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বাণী, তখন তাদের মনে বিদ্যমান বিদ্বেষের কারণে তারা দূরে সরে যান এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। এমন পরিস্থিতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বাণীকে পৌঁছে দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে তিনি পরামর্শ চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যখন আপনারা প্রচারের (তবলীগ) কাজ করবেন, প্রাথমিকভাবে আপনাদের সাথে যাদের যোগাযোগ হয়েছে তাদের সাথে সাধারণ ভাষায় কথা বলুন এবং তাদের সামনে আপনার উত্তম চরিত্র পেশ করুন যেন তারা আপনার বন্ধুতে পরিণত হয়। পবিত্র কুরআন এই উপমা পেশ করেছে যে, আপনাকে পাখিগুলোকে কাছে রেখে পোষ মানাতে হবে এবং তাদেরকে আপনার ভক্ত বানাতে হবে আর তাদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে যেন তারা আপনার ভক্ত হয়ে যায় এবং আপনার দিকে ছুটে আসে। সুতরাং, অনুরূপভাবে এমন ব্যক্তিদের সাথে আপনার এক আন্তরিক

পারস্পরিক মমত্ববোধ তৈরি করতে হবে আর যখন তা অর্জিত হয়ে যাবে, তখন তারা আপনার কথা শুনবেন। তখন যখন তারা আবিষ্কার করবেন যে, আপনি একজন আহমদী মুসলমান, তখন তারা নিজেরাই (সত্যকে) অনুধাবন করতে পারবেন। কেউ কেউ আপনাকে পরিত্যাগ করবে, কিন্তু অন্য এমন কেউ হবেন যারা আপনার সাথে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে যাবেন এবং আপনার দ্বারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবেন। আপনারা কারো কাছে জোর করে কোন বাণী পৌঁছে দিতে পারেন না, আর আপনারা কাউকে আহমদী হওয়ার জন্য বল প্রয়োগও করতে পারেন না। সুতরাং, যারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন তাদেরকে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে এগিয়ে আসতে দিতে হবে এবং এর জন্য আমাদের ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সুতরাং, আপনার যেরে তবলীগদের (প্রচারের অধীনস্থ) সাথে প্রথমে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করুন। তখন ধাপে ধাপে তারা এটি উপলব্ধি করতে শুরু করবেন যে, আপনি আপনার ধর্মীয় শিক্ষার ওপর আমল করে থাকেন; এবং তারা অনুধাবন করবেন যে, আপনি একজন প্রকৃত মুসলমান — আপনি নামায পড়েন, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন, খাতামান্নাবীঈন মহানবী (সা.) এর ওপর আপনি ঈমান রাখেন, আর আপনি যুগের ইমামের ওপরও ঈমান রাখেন। সফল তবলীগের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ক্রমাগত প্রয়াসের প্রয়োজন।”